০৬ (ছয়) সিফতের আলোচনা

সংকলনেঃ আলহাজ্ব ডাঃ গোলাম মোস্তফা
গ্রামঃ আড়ংঘাটা, দৌলতপুর, খুলনা

মেহনত করে কয়েকটা গুন নিজের মধ্যে আনতে পারলে দ্বীনের উপর চলা অতি সহজ। গুনগুলো হলোঃ ১। কালেমা, ২। নামাজ, ৩। এলেম ও জিকির, ৪। একরামুল মুসলিমীন, ৫। সহীহ নিয়ত, ৬। দাওয়াত ও তবলীগ।

১। কালেমা

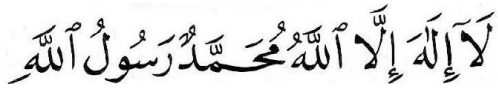

"লা ইলাহা ইল্লাল্লহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লহ"
অর্থঃ আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর রসুল।

(ক) কালেমার উদ্দেশ্যঃ
আমরা দুই চোখে যা কিছু দেখি বা না দেখি এক আল্লাহ ছাড়া সবই মাখলুক। মাখলুক কিছুই করতে পারে না আল্লাহর হুকুম ছাড়া, আল্লাহ পাক সবই করেন মাখলুক ছাড়া। আর একমাত্র হুজুর পাক (সঃ) এর নূরানী তরীকার মধ্যেই দুনিয়া ও আখিরাতের শান্তি ও কামিয়াবী।
এই কথার একীন দিলে পয়দা করা (বা দিলে বসানো)।

(খ) কালেমার লাভঃ
১। এখলাসের সাথে যে কালেমা পড়বে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।
২। যে ব্যাক্তি একীন ও এখলাসের সাথে কালেমা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলবে আল্লাহ পাক তার পিছনের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেবেন।
৩। যে ব্যাক্তি প্রতিদিন ১০০ বার কালেমা শরীফ পাঠ করবে আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিন তার চেহারাকে পূর্ণিমার চাঁদের চেয়েও উজ্জ্বল করে উঠাবেন।

(গ) কালেমা হাসিলের তরীকাঃ
১। আমি নিজে বেশি বেশি করে কালেমা পড়ব।
২। কালেমার লাভ জানায়ে অপর ভাইকে দাওয়াত দেব।
৩। আর আল্লাহর কাছে দু'আ করবঃ হে আল্লাহ! যেভাবে কালেমা পড়লে আপনি সন্তুষ্ট হন সেই ভাবে কালেমা পড়ার তৌফিক আমাকে ও সমস্ত উম্মতি মোহাম্মাদী ভাইদেরকে দান করেন।

২। নামাজ

(ক) নামাজের উদ্দেশ্যঃ
হুজুর পাক (সঃ) যেরকম নামায পড়েছেন এবং সাহাবীদেরকে যেরকম নামাজ পড়া শিক্ষা দিয়েছেন, মেহনত করে ঐ রকম নামাজ পড়ার যোগ্যতা অর্জনের চেষ্টা করা।

(খ) নামাজের লাভঃ

১। যে নামাজ পড়াকে জরুরী মনে করবে যে জান্নাতে যাবে।

২। যে ব্যাক্তি সময়মত ও গুরুত্ব সহকারে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করবে আল্লাহতাআলা নিজ জিম্মায় তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

৩। যে ব্যাক্তি এহতেমামের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করবে আল্লাহ্ পাক তাকে ৫টি পুরষ্কার দান করবেন।

- দুনিয়াতে তার রিযিকের অভাব দূর করে দেবেন।
- কবরের আযাব হটায়ে দেবেন।
- কেয়ামতের দিন তার আমলনামা ডান হাতে দিবেন।
- পুলসিরাত বিজলীর ন্যয় দ্রুত গতিতে পার করে দিবেন।
- বিনা হিসাবে জান্নাত দিবেন।

(গ) নামাজ হাসিলের তরীকাঃ

- ফরজ নামাজ মসজিদে এসে জামাতের সাথে (তকবীরে উলাসহ) আদায় করব।
- সুন্নত ও ওয়াজিব নামাজের পাবন্দী করব।
- নফল নামাজ বেশি বেশি করে পড়ব।
- উমুরী কাজা খুঁজে খুঁজে আদায় করব।
- নামাজের লাভ জানিয়ে অন্য ভাইকে দাওয়াত দেব।
- আর আল্লাহর কাছে দু'আ করবঃ হে আল্লাহ! যেভাবে নামাজ পড়লে আপনি সন্তুষ্ট হন সেইভাবে নামাজ পড়ার তৌফিক আমাকে ও সমস্ত উম্মতি মোহাম্মদী ভাইদেরকে দান করুন।

৩। (ক) এলেম

(ক) এলেমের উদ্দেশ্যঃ

আল্লাহ তাআলার কখন কি আদেশ ও নিষেধ তাহা জানা এবং হুজুর (সঃ) এর তরীকায় আমল করা।

(খ) এলেমের লাভঃ

১। যে ব্যাক্তি এলেম শিখার জন্য কোন রাস্তা অবলম্বন করে আল্লাহপাক তার জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দেন।

২। যে ব্যাক্তি এলেম শিখার জন্য ঘর হইতে বের হয় গর্তের পিপিলিকা থেকে সমুদ্রের মাছ পর্যন্ত তার জন্য মাগফেরাতের দোয়া করতে থাকে।

৩। এলেম শিখতে গিয়ে যদি কেউ মারা যায় সে শহীদের মর্তবা লাভ করবে।

(গ) এলেম হাসিল করার তরীকাঃ

- এলেম আমরা দুইভাবে শিখব
  ১) ফাযায়েলে এলেমঃ তালিমের হালকায় বসে শিখব
  ২) মাসায়েলে এলেমঃ হক্কানী আলেম ওলামাদের খেদমতে গিয়ে শিখব
- এলেমের লাভ জানায়ে অন্য ভাইকে দাওয়াত দেব।

- আর আল্লাহর কাছে দোয়া করবঃ হে আল্লাহ! যে রকম এলেম শিখলে আপনি রাজিখুশি হন (সন্তুষ্ট হন) সেই রকম এলেম শিখার তৌফিক আমাকে ও সমস্ত উম্মতি মোহাম্মদী ভাইদেরকে দান করেন।

৩। (খ) জিকির

(ক) জিকিরের উদ্দেশ্যঃ
হার হালতে (সর্বাবস্থায়) আল্লাহ পাকের ধ্যান ও খেয়াল দিলে পয়দা করা।

(খ) জিকিরের লাভঃ
১। জিকির করতে করতে যার জিহবা তরতাজা থাকবে কাল কেয়ামতের দিন সে হাসতে হাসতে জান্নাতে যাবে।
২। যেই দিলে জিকির আছে সেই দিল জিন্দা আর যেই দিলে জিকির নেই সেই দিল মুর্দার সমতুল্য (সমান)।
৩। যে ব্যাক্তি সকাল সন্ধ্যায় "সুবহানাল্লহি ওয়া বিহামদিহী" ১০০ বার পড়বে তার গুনাহ মাফ হয়ে যাবে যদিও তা সমুদ্রের ফেনা হইতেও বেশি হয়।

(গ) জিকির হাসিলের তরীকাঃ
১। সর্বশ্রেষ্ঠ জিকির হলো "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" পাঠ করা এবং আফজাল জিকির হলো "কোরআন পাক" তেলাওয়াত করা। তাই বেশি বেশি করে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" পাঠ করব এবং বেশি বেশি করে "কোরআন পাক" তেলাওয়াত করব।
২। প্রতিদিন সকাল বিকাল তিন তসবীহ আদায় করব। যেমনঃ
- কালেমা ছুউম অর্থাৎ সুবহানাল্লাহি ওয়ালহামদুলিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবর। সকালে ১০০ বার ও বিকালে ১০০ বার।
- যে কোন এস্তেগফার সকালে ১০০ বার ও বিকালে ১০০ বার।
- যে কোন দরূদ শরীফ সকালে ১০০ বার ও বিকালে ১০০ বার।

৩। জায়গা বিশেষ মাসনুন দোয়াআ পড়ব।
৪। কোন হক্কানী পীরের অজিফা থাকলে তা আদায় করব।
৫। জিকিরের লাভ জানায়ে মানুষকে দাওয়াত দেব।
৬। আল্লাহর কাছে দু'আ করবঃ হে আল্লাহ! যেভাবে জিকির করলে আপনি রাজি খুশি হন (বা সন্তুষ্ট হন) সেইভাবে জিকির করার তৌফিক আমাকে ও সমস্ত উম্মতি মোহাম্মদী ভাইদেরকে দান করুন।

৪। একরামুল মুসলিমীন

(ক) একরামুল মুসলিমীনের উদ্দেশ্যঃ
হার মাখলুকের এহসান করা। বিশেষ করে মুসলমান ভাইয়ের কিম্মত জেনে কদর করা (অথবা মুসলমান ভাইয়ের মর্যাদা অনুযায়ী সম্মান করা)।

(খ) একরামুল মুসলিমীনের লাভঃ

১। যে ব্যাক্তি কোন মুসলমান ভাইয়ের উপকার করার নিয়ত করে চেষ্টা করে তার আমলনামায় ১০ বছর ইতেকাফের সওয়াব লেখা হয়। (১ দিন এতেকাফ করলে দোজখ তিন খন্দক দূরে সরে যায় যার দূরত্ব ৫০০ বছরের রাস্তা)।

২। যে ব্যাক্তি কোন মুসলমান ভাইয়ের একটি হাজত পুরা করে আল্লাহ পাক তার ৭৩টি হাজত পুরা করবেন। ১টি দুনিয়াতে আর বাকী ৭২টি আখেরাতে।

৩। যে ব্যাক্তি কোন মুসলমান ভাইয়ের দোষক্রুটি গোপন রাখবে আল্লাহপাক কেয়ামতের দিন তার দোষক্রুটি গোপন রাখবেন।

(গ) একরামুল মুসলিমীন হাসিলের তরীকাঃ

১। ছোটদের স্নেহ করব, বড়দের সম্মান করব ও আলেমদের তাজিম করব। হুজর (সঃ) বলেন, যে ছোটদের স্নেহ করে না, বড়দের সম্মান করে না ও আলেমদের তাজিম করে না সে আমার উম্মত না।

২। একরামুল মুসলিমীনের লাভ জানায়ে মানুষকে দাওয়াত দেব।

৩। আর আল্লাহর কাছে দু'আ করবঃ হে আল্লাহ! যেভাবে একরাম করলে আপনি সন্তুষ্ট হন সেভাবে একরাম করার তৌফিক আমাকে ও সমস্ত উম্মতি মোহাম্মদী ভাইদেরকে দান করুন।

৫। সহীহ নিয়ত (এখলাছ)

(ক) সহীহ নিয়তের উদ্দেশ্যঃ

আমরা যতসব নেক আমল করব একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই করব।

(খ) সহীহ নিয়তের লাভঃ

১। সহীহ নিয়তে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যদি কেউ সামান্য খোরমা বা খেজুর দান করে আল্লাহ পাক তাকে পাহাড় পরিমাণ সওয়াব দান করেন (অথবা আল্লাহ পাক তার সওয়াব বাড়িয়ে উহুদ পাহাড় বরাবর করে দেন)।

২। যে ব্যাক্তি সওয়াবের উদ্দেশ্যে কোন নেক কাজ করে আল্লাহ তাআলা তাহাকে জান্নাত দান করবেন।

৩। এখলাসের সাথে অল্প আমল নাজাতের জন্য যথেষ্ট।

(গ) সহীহ নিয়ত হাসিলের তরীকাঃ

১। কোন কাজের শুরুতে, মাঝে এবং শেষে ৩ বার নিয়তকে যাচাই করব। নিয়ত সহী থাকলে বিসমিল্লাহ বলে কাজ শুরু করব এবং কাজের শেষে আলহামদুলিল্লাহ বলব। আর নিয়ত সহীহ না থাকলে এস্তেগফার করে পুনরায় বিসমিল্লাহ বলে শুরু করব এবং আলহামদুলিল্লাহ বলে শেষ করব।

২। সহীহ নিয়তের লাভ জানায়ে মানুষকে দাওয়াত দেব।

৩। আর আল্লাহর কাছে দু'আ করবঃ হে আল্লাহ! যে রকম নিয়ত করে কাজ করলে আপনি রাজিখুশি (সন্তুষ্ট) হন সেই রকম নিয়ত করার তৌফিক আমাকে ও সমস্ত উম্মতি মোহাম্মদী ভাইদেরকে দান করুন।

৬। দাওয়াত ও তাবলীগ

(ক) দাওয়াত ও তাবলীগের উদ্দেশ্যঃ

আল্লাহর দেওয়া জান, মাল ও সময় নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে জান, মাল ও সময়ের সহীহ এস্তেমাল (ব্যবহার) শিক্ষা করা।

(খ) দাওয়াত ও তাবলীগের লাভঃ

১। আল্লাহর রাস্তায় এক সকাল বা এক বিকাল দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তার থেকে উত্তম।
২। আল্লাহর রাস্তায় প্রতি কদমে ৭০০ নেকী, ৭০০ গুনাহ মাফ ও আখেরাতে ৭০০ দরজা বুলন্দ হবে।
৩। আল্লাহর রাস্তার ধুলাবালি ও জাহান্নামের ধোঁয়া একত্রিত হবে না।
৪। আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে নিজ প্রয়োজনে ১ টাকা খরচ করলে ৭ লক্ষ টাকা সদকা করার সওয়াব পাওয়া যাবে। আর মেহমানদারীর নিয়তে ১ টাকা খরচ করলে ২০ লক্ষ টাকা সদকা করার সওয়াব পাওয়া যাবে।
৫। আল্লাহর রাস্তায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা শবে কদরে হাজরে আসওয়াদকে সামনে রেখে সারারাত এবাদত করা হতে উত্তম।
৬। আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে ১টি নেক আমল করলে ৪৯ কোটি নেক আমলের সওয়াব পাওয়া যায়। (যেমন ১ বার সুবহানাল্লাহ বললে ৪৯ কোটিবার সুবহানাল্লাহ বলার সওয়াব পাওয়া যাবে)
৭। আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে কেউ মারা গেলে সে শহীদের মর্তবা লাভ করবে।

(গ) হাসিল করার তরীকাঃ

১। দাওয়াত ও তাবলীগের লাভ বলে মানুষকে দাওয়াত দেব।
২। ওলামায়ে কেরামদের বাতানো তরতীব অনুযায়ী জীবনের প্রথম সুযোগেই একাধারে ৩ চিল্লা বা ৪ মাস আল্লাহর রাস্তায় সময় লাগায়ে এই কাজকে শিখব এবং মৃত্যু পর্যন্ত এই কাজের সাথে লেগে থাকব।

এটাকে ঠিক রাখার জন্যঃ

- বছরে ১ চিল্লা দেব।
- মাসে ৩ দিন আল্লাহর রাস্তায় বের হব।
- সপ্তাহে ২ গাস্ত করব (১টি নিজ মহল্লায়, মাকামী গাস্ত আর ১টি অপর মহল্লায়, বেরুনী বা ২য় গাস্ত)
- দৈনিক বা রোজানা ৩ কাজ করব
  (১) মাশোয়ারা
  (২) তালিম
  (৩) আড়াই ঘন্টার মেহনত

আর আল্লাহর কাছে দু'আ করবঃ

- হে আল্লাহ! আপনার রাস্তায় বেশি বেশি করে সময় লাগানোর তৌফিক দান করেন
- যেভাবে দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত করলে আপনি সন্তুষ্ট হন সেইভাবে মেহনত করার তৌফিক আমাকে ও সমস্ত উম্মতি মোহাম্মাদীকে দান করেন।

الله أعلم